Prudent management marks the affairs of Dinajpore Bank Ltd.—Hindusthan Standard.

নির্ভয়ে টাকা আমানতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান,

"দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ"

(সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং)

হেড অফিস :— ১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

শাখাসমূহ :— জলপাইগুড়ি, রামপুরহাট, রায়গঞ্জ, জঙ্গিপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর, পার্ব্বতীপুর, আলিপুর দুয়ার, ভবানীপুর (কলিকাতা)

স্থায়ী আমানতের বিবরণ স্থানীয় ম্যানেজারের নিকট জ্ঞাতব্য

Managing Director :—J. M. Sen, Ex. M. L. C.

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

মণিগ্রামের প্রসিদ্ধ

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন

আবিষ্কৃত

সোণামুখী কেশতৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—দশভুজা ঔষধালয়

মণিগ্রাম বাসন্তীতলা, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২৩শে ভাদ্র বুধবার ১৩৫৫ ইংরাজী 8th Sep. 1948 | ১৭শ সংখ্যা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র কর্ত্তৃক

পরিদর্শিত ও প্রশংসিত

ক্রমবর্দ্ধনশীল

নবজীবন ইন্সিওরেন্স কোং লিমিটেড

(১৯৩১ সালে স্থাপিত)

বর্ত্তমানে সমস্ত বীমা কোম্পানীর প্রিমিয়ামের হার বর্দ্ধিত হইলেও এই কোম্পানীর হার বর্দ্ধিত হয় নাই। কোম্পানীর 'ব্যালান্স সিট' ইহার পরিচয় প্রদান করিবে।

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুত তহবিল এবং উপযুক্ত একচুয়ারী নিয়োগ কোম্পানীর স্থায়িত্বের দৃঢ়তা ও বীমাকারীদের সুবিধা প্রকাশ করিতেছে।

হেড অফিস : ৮০, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

মুর্শিদাবাদ জেলার চীফ এজেণ্ট :—

এস, ঘোষাল এণ্ড কোংর নিকট

অনুসন্ধান করুন।

১৯০৭--১৯৪৭

'স্বদেশী যুগে'র প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক ভবন, জোড়াসাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রাণ মনীষী 'হিন্দুস্থান'-এর গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল,—জীবন-বীমার দ্বারা ব্যক্তি ও জাতির আর্থিক-উন্নতি সাধন করা। এ বিষয়ে 'হিন্দুস্থান' পূর্ব্বাপর দেশবাসীর নিকট হইতে সর্ব্বান্তরিক সহযোগিতা লাভ করিয়া আসিতেছে এবং গত ৪১ বৎসরের জন-সেবায় ইহা আজ ভারতের অন্যতম সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের সোসাইটির অসামান্য সাফল্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

নূতন বীমা	...	১২	কোটি	৩১	লক্ষ	টাকার উপর
মোট চল্‌তি বীমা	...	৫৫	,,	৬৩	,,	,, ,,
প্রিমিয়ামের আয়	...	২	,,	৬১	,,	,, ,,
বীমা তহবিল	...	১০	,,	৬৩	,,	,, ,,
মোট সংস্থান	...	১১	,,	৬৪	,,	,, ,,
দাবী শোধ [১৯৪৭]	...	প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা				

কিন্তু হিন্দুস্থানের গর্ব্ব তাহার এই সকল কোটি কোটি টাকার অঙ্কে নহে, সে যে তাহার অকুণ্ঠ সেবা দ্বারা অসংখ্য পরিবারের অর্থসংস্থান করিয়া দিতে পারিতেছে, ইহাই তাহার প্রকৃত গর্ব্বের বিষয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মুল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে ভাদ্র বুধবার সন ১৩৫৫ সাল

সরকারী বস্ত্রনীতি

—:০:—

সম্প্রতি যে সরকারী বস্ত্রনীতি প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বস্ত্র-উৎপাদক ধনকুবের সম্প্রদায়ের নিকট সরকারের পরাজয়ের নামান্তর বলা যায়। ভারতের জাতীয় গবরমেণ্ট ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী সেদিন ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী নবেম্বর মাস হইতে বরাদ্দ প্রথার বস্ত্র বণ্টনের ব্যবস্থা হইতে পারে। বরাদ্দ হইবে জনপ্রতি বার্ষিক ১০ গজ। তাহার পূর্ব্বে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে আটক বস্ত্রসমূহ বাজারে ছাড়া হইবে এবং তাহাতে মূল্যের ছাপ দেওয়া থাকিবে। মূল্যের যে ছাপ এই সব কাপড়ে পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা মুছিয়া, এখন আবার নূতন করিয়া দেওয়া হইতেছে। এদিকে পূজা আসিয়া পড়িল। ছাপ দিতে দিতেই যদি সময় চলিয়া যায়, তবে পূজার সময় পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ কাপড় কিনিতে পাইবে কিনা সন্দেহ। এই সব কাপড়ের দামও কম হইবে না, পূর্ব্বের অপেক্ষা কিছু বেশীই হইবে। তবে, চোরাবাজার অপেক্ষা কম হইবে আশা করা যায়। শুনিতেছি,—"পশ্চিমবঙ্গ কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল প্রকিওরমেণ্ট এণ্ড ডিষ্ট্রীবিউশন সোসাইটি" এই দেড়গজী নামের এক প্রতিষ্ঠানের হাতেই গবরমেণ্ট সব কাপড় ছাড়িয়া দিবেন এবং এই প্রতিষ্ঠানই প্রদেশের সর্ব্বত্র বস্ত্র বণ্টন করিবেন। গবরমেণ্টের হাত হইতে বাহির হইতেই এত বিলম্ব হইল, তাহার পর একচেটিয়া অধিকার প্রাপ্ত এই প্রতিষ্ঠানটির হাত হইতে কত দিনে কাপড় বাজারে বাহির হইবে, কে জানে? গবরমেণ্ট চোরাবাজার বন্ধ করিতে চাহেন; কিন্তু কাজে ত চোরাবাজারকে গোকুলে বাড়িবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে।

বড়লাটের সাদাসিধা জীবনযাপন

ভারতীয় ডোমিনিয়নের বড়লাট রাজাজীর খরচা সম্পর্কে ভারতের পার্লামেণ্টের অধিবেশনে হরিবিষ্ণু কামাথের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু বলেন—"বড়লাট প্রতি মাসে বেতন পান ২০,৯০০৲ টাকা, খানাপিনা বাবদ ৩,৭৫০৲ টাকা, ভাতা কনট্রাক্ট এলাউয়েন্স ২৯,১৬৬৲ টাকা এবং মোটর এলাউয়েন্স বাবদ ৫২৫০৲ টাকা পান। এতদ্ব্যতীত নিজস্ব কর্ম্মচারীদের বেতন প্রভৃতি খরচ বাবদ তিনি মাসে ৫০,৫০০৲ টাকা পান।"

তবে বর্ত্তমান বড়লাট রাজাজী সম্পর্কে পণ্ডিত নেহেরু মন্তব্য করেন যে, "বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারেল যে অত্যন্ত সাদাসিধা ধরণের জীবন যাপন করেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত এবং লাট ভবনেও তিনি তাঁহার সেই অভ্যাস বজায় রাখিয়াছেন।"

কিন্তু রাজাজী যদি লাট ভবনেও তাঁহার সাদাসিধা জীবন যাপন করেন তবে এই রাজসিক খরচের টাকাগুলি যায় কোথায়? সাদাসিধা জীবন যাপনের জন্য মাসিক লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয় এ ধারণা অপর যাহারই থাকুক, আমাদের নাই!

এক বন্ধুর বাড়ী আর এক বন্ধু গিয়েছেন, সমাগত বন্ধুকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, গৃহী-বন্ধু কার্ত্তিক! কার্ত্তিক! বলিয়া তাঁর চাকরকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁর ডাক শুনিয়া এক কিম্ভূত-কিমাকার ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। অতিথি-বন্ধু তার চেহারা দেখিয়া অবাক হইয়া গৃহস্থকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাই, তোমাদের কার্ত্তিকই যখন এমন, তখন অসুর-সিংহী না জানি কেমন! রাজাজীর সাদাসিধা জীবন যাপনের ঠেলাই এই, যদি জাঁকজমকের সঙ্গে থাকিতেন তবে না জানি আরও কত ব্যয় হইত!

আমাদের বাঙলার গবর্ণর বা প্রদেশ-পাল

আমাদের পশ্চিম বাঙ্গলার জনপ্রিয় প্রদেশ-পাল শ্রীকৈলাশনাথ কাটজুর ক... দিনের জনপ্রিয় কার্য্যের ফিরিস্তি পাঠ... বর্গকে আমরা উপহার দিতেছি।

২৭শে আগষ্ট—(জন্মাষ্টমী) (১) কমলালয় ষ্টোরে কুটির শিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধন। (২) লাট প্রাসাদে ভজন গান ও সঙ্কীর্ত্তন ও জন্মাষ্টমী উৎসবে যোগদান।

২৮শে আগষ্ট—ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান।

২৯শে আগষ্ট—(১) উত্তরা সিনেমায় মোহন বাগান ক্লাবের সম্বর্দ্ধনা সভায় প্রধান অতিথি। (২) রূপবাণী সিনেমায় শিশুদের ফিল্ম দর্শন। (৩) গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে আই, এ, এফ, এর ভোজ সভায় প্রধান অতিথি। (৪) মেট্রো সিনেমায় সিনেমা দেখা। (৫) সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে সিনেমা দেখা।

৩০শে আগষ্ট—বেঙ্গল আফটার কেয়ার সভায় সভাপতিত্ব।

৩১শে আগষ্ট—বেঙ্গল ক্লাবের চা-পান সভায় প্রধান অতিথি।

প্রদেশ পালকের গুরুদায়িত্ব ভার স্কন্ধে বহন করিয়া ডাঃ কৈলাশনাথ একদিনে (২৯-৮-৪৮) চার-চারটি সিনেমা দেখারও সময় করিয়া লইয়াছেন; এমন কর্ম্মতৎপর প্রদেশ-পালকে প্রশংসা অবশ্যই করিতে হয়।

খাগড়া রাধার ঘাটে নায়ে কড়ি দিয়ে ডুবে পার

মুর্শিদাবাদ জেলার সদর ষ্টেশন বহরমপুর। ভাগীরথী নদীর পশ্চিম পার হইতে বহরমপুর

যাইতে হইলে বা বহরমপুর হইতে অপর পারে আসিতে হইলে রাধারঘাট নামক খেয়া ঘাটে পার হইতে হয়। ঘাটের মালিক জেলা বোর্ড ও বহরমপুর মিউনিসিপালিটী। বৎসর বৎসর নীলাম ডাকে ঘাট ইজারা দেওয়া হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে পারাণীর কড়ি ⁄০ এক আনা করিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ঘাটের নিজস্ব নৌকা ও ডিঙি লোক পারাপার করে। তা' ছাড়া বাহিরের ডিঙিও এই ঘাটে থাকে। ঘাটের ডিঙির চিহ্ন ছিল একখানি করিয়া ছোট্ট লাল নিশান। তাই দেখিয়া যাত্রীরা ঠিক করিত—এইখানা ঘাটের ডিঙি। এই ডিঙিতে পার হইলে ⁄০ এক আনা পারাণী দিলেই হইবে। বাহিরের যে সব ডিঙি থাকে তাতে পার হইলে ঘাটের সেলামী ⁄০ এক আনা ও যাতে পার হওয়া যায় তার ৵১০ দুই পয়সা মোট ⁄১০ ছয় পয়সা দিতে হয়। বাহিরের যে সব ডিঙি থাকে তাহার মাঝি ও ঘাটের ডিঙির মাঝি এক দেশীয় বা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বলিয়া মনে হয়। বাহিরের ডিঙিতে কেহ পার হইলে ঘাটের কোন লোকসান নাই। কাজেই ঘাটের ডিঙির মাঝিরা এই সব আত্মীয়ের নৌকায় লোক যাতে চড়ে তার জন্য খুব সচেষ্ট। যাত্রী নৌকা দেখিয়া চড়িবার সময় কিছু বলে না। পারে আসিলে তখন এই অতিরিক্ত ৵১০ দুই পয়সার জন্য লাগে যাত্রী ও মাঝিতে ঝগড়া। যাহাতে পার-যাত্রীগণের পক্ষে ঘাটের ডিঙি চিনিবার স্পষ্ট চিহ্ন থাকে তাহার ব্যবস্থা করার জন্য ঘাটের অদূরে অবস্থিত নিত্য দর্শক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সানুনয় নিবেদন করি। ট্রেনের সময় বা মামলাকারীদের কাছারীর সময় ঘাটের ডিঙির মাঝি যাহাতে গড়িমসি করিয়া লোককে অঘাটের ডিঙিতে চড়িতে বাধ্য না করে সে বিষয়ে একটু নজর দিতে অনুরোধ করি।

শ্রীরাধার ঘাটে

একাধারে রাস (Rush), ঝুলন, দোল

আজকাল ভরা ভাদরে রাধারঘাট পেরিয়ে বহরমপুরের পারে একটু গিয়েই এক অস্থায়ী নদী পাওয়া যায়! সে নদী পার হইবার জন্য তিনখানি বাঁশ পাশাপাশি পাতিয়া এক সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সেতু দিয়া এক সঙ্গে যাত্রীগণকে যাতায়াত করিতে হয়। পাশাপাশি দুজন দাঁড়াইতে পারে, তিনখানি বাঁশে সে পরিসর হয় না। তার উপর কুলির মাথায় বিছানা, বাক্স লইয়া গেলে যে সংঘর্ষ হয় তাহা বর্ণনাতীত। ঘাটে লোকের আমদানী কম হয় না, কাজেই রাস (Rush) হয়। নিজের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখার জন্য একদিকে একখানি বুক সমান উঁচু করিয়া রেলিঙের মত বাঁশ দেওয়া হইয়াছে। পতনোন্মুখ মানুষকে সেই বাঁশ ধরিয়া ঝুলিতে হয়। এইখানে ঝুলন পর্ব্বের আনন্দ লাভ হয়। লক্‌লকে বাঁশের সেতু, লোক উঠিবামাত্র দুলিতে থাকে। দোদুল্যমান যাত্রী দোলের আনন্দও উপভোগ করে। যাঁহারা পড়িয়া যান স্থানে স্থানে রক্তপাত ও কাদা-জলে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইয়া রঙ খেলারও সাধ পূর্ণ হয়। কর্ত্তৃপক্ষ সব অনতিদূরে থাকিয়া "পিদিমের তলায় আঁধার" এই প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করেন।

বিজ্ঞাপন

অত্র নোটীশ দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আমার পুত্র শ্রীমান্ প্রশান্তকুমার দাষ আমার ভূসম্পত্তি আমার স্বার্থবিরোধীভাবে পরিচালনা করায়, যে রেজেষ্ট্রী ক্ষমতাপত্র ও আমমোক্তারনামা আমি তাহাকে প্রদান করিয়াছিলাম তাহা নাকচ করিলাম এবং আমার ভূসম্পত্তি পরিচালনায় তাহার কোনও অধিকার রহিল না। অতঃপর কেহ তাহার সহিত আমার ভূসম্পত্তি ব্যাপারে ব্যবস্থা করিলে আমি দায়ী হইব না। ১৮।৮।৪৮

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দাষ
সাং হিলোড়া, হাল সাং পুরী

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮

১৯৪৭ সালের ডিক্রীজারী

১৫ মনি ডিঃ সরোজমোহন চট্টোরাজ দেং রাধাপদ মুখোপাধ্যায় দাবি ৬৫।৵৯ পাই থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাইদ্ধা ১-১৯ শতক নিষ্কর জমি আঃ ১০৲ খং ৩০ তন্মধ্যে ৵৬ পাই অংশ ৪ শতক নিলাম হইবে ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৩-১৬ শতক মধ্যে দেন্দারের ৵৬ পাই অংশ ১১৸০ জমি নিলাম হইবে মধ্যস্বত্বাধিকারী চিরস্থায়ী ব্রহ্মোত্তর ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ২২ শতক নিষ্কর জমি মধ্যে দেন্দারের ২ ও ৪ শতক নিলাম হইবে আঃ ১০৲ ঐ স্বত্ব ৪নং লাট মৌজাদি ঐ ১৫ শতক মধ্যে ৩৸০ শতক নিলাম হইবে আঃ ১০৲ ঐ স্বত্ব ৫নং লাট মৌজাদি ঐ ৮ শতকের কাত ।৶০ মধ্যে ২ শতক নিলাম হইবে ঐ স্বত্ব

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৮

১৯৪৮ সালের ডিক্রীজারী

৩০০ খাং ডিঃ রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দেং রজনীমণি দাসী দিং দাবি ১৫০৸৩ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে ধুসরীপাড়া ৯.৩০ শতকের কাত ২৫।৵১৫।০ আঃ ১০০৲ খং ৩২৪ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

৩১৯ খাং ডিঃ গম্ভীরচাঁদ ঘোষাল দিং দেং এজাহার সেখ দিং দাবি ১১৸৩ থানা ফরেক্কা মৌজে পড়ানপাড়া ৩৪ শতকের কাত ৸১ পাই আঃ ১০৲ খং ১৮১৯ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

৩৩১ খাং ডিঃ ওয়াকফ ষ্টেটের জয়েণ্ট মাতোয়ালি মৌলবী মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং ফেলানি বেওয়া দাবি ৪৭৸৵০ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে লালপুর ৬।৪৲১০ জমির কাত ৭৸০ আঃ ৪০৲

শুভ সংবাদ ! শুভ সংবাদ !!

বহরমপুরে বরফ

গ্রাহকগণ সত্বর হউন

বহরমপুর আইস্ কোম্পানী

খাগড়া বাঁশহাট্টা লেন।

জ্বলন্ত আয়ুর্ব্বেদীয় কুটীর

এই স্থানে আয়ুর্ব্বেদমতে তরুণ ও পুরাতন এবং বহুবিধ জটিল ব্যাধির চিকিৎসা হইয়া থাকে। যাঁহারা অন্যস্থানে চিকিৎসা করাইয়া কোনও ফল পান নাই সেই সব রোগীকে আমার চিকিৎসা পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

দি মডার্ণ আয়ুর্ব্বেদিক কার্য্যালয় ও বিদ্যালয়
হইতে উপাধিপ্রাপ্ত :
কবিরাজ শ্রীবৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী,
এম, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ
গাঙ্গিন, পোঃ মুরপুর, (মুর্শিদাবাদ)

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পুঁজ আরোগ্য হয়

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত